দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 NOV 1987

পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাবনা

আবু: বকর রফীক আহমদ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বিশুদ্ধ কোরআন পাঠ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত আল কোরআনের নির্ধারিত কিছু সূরার অনুশীলনসহ তাজবীদ বিষয়টি বাধ্যতামূলক থাকবে।

২। দ্বীনিয়াত ও নামাজ শিক্ষাঃ প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত মৌখিক শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নামায এবং নামায সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেয়া হবে। তৃতীয় শ্রেণীতে দ্বীনিয়াতের জন্য একটি বই থাকবে এবং এতে সূরার অর্থ ও প্রয়োজনীয় দোওয়াসমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩। ফিক্‌হ ও আকাইদঃ ইসলামী আকাইদের মৌলিক বিষয়সমূহ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, হালাল, হারাম, মকরুহ, মোবাহ, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, পাকী, নাপাকী ইত্যাদির মাসায়েল পর্যায়ক্রমে ও ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাদানের নিমিত্ত তৃতীয় শ্রেণী থেকে নিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ফিক্‌হ ও আকাইদের বই পাঠ্যভুক্ত থাকবে। এস্তরের পুস্তকসমূহ বাংলাতেই রচিত হবে।

সপ্তম থেকে নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ ফিক্‌হ এর প্রামাণ্য মৌলিক গ্রন্থসমূহ পাঠ্যভুক্ত করা হবে। যেমন ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে কুদুরী, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে শরহে বেকায়া এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে হেদায় পুস্তক পাঠ্যভুক্ত করা যেতে পারে।

৪। উসূলুল ফিক্‌হ ও কালামঃ উসূলুল ফিক্‌হ-এর মৌলিক জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে ৭ম থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত এ বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হবে। তবে এর উপর আলাদাপত্র থাকবে না বরং ফিক্‌হ-এর অংগীভূত থাকবে। একাদশ শ্রেণীতে গিয়ে এ বিষয়টি ঐচ্ছিক হবে। কিন্তু আগ্রহীদেরকে এতে ব্যাপক জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে উসূলুল ফিক্‌হ ও কালাম নামক ২০০ নম্বরের একটি স্বতন্ত্র বিষয় থাকবে। উসূলুল ফিক্‌হ-এর মধ্যে নূরুল আনোয়ার গ্রন্থটি সম্পূর্ণই পাঠ্যভুক্ত থাকবে। তাছাড়া কালাম বিষয়েও এতদসংক্রান্ত ব্যাপক আলোচনাসম্বলিত সাম্প্রতিককালে আরবীতে রচিত গ্রন্থসমূহের একটি বা একাধিক পুস্তক পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫। আরবী ভাষা ও সাহিত্যঃ ইবতেদায়ী তৃতীয় থেকে আরবী বই পাঠ্যভুক্ত করা হবে। এ বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকলের জন্য আবশ্যিক থাকবে। তৃতীয় থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত এ স্তরের পাঠ্য বইয়ে ভাষা শেখানোর বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হবে। এ বইগুলো একটি নির্দিষ্ট বোর্ড (পরিষদ) কর্তৃক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পর্যাপ্ত অনুশীলন সম্বলিত ব্যবহারিক চরিত্রের করে রচিত হতে হবে। এখানে সাহিত্যের দিকটি থাকবে গঠন। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অতিরিক্ত আগ্রহী ছাত্রদের জন্য উচ্চতর আরবী বিষয়ে আরো দুই পত্রের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। তাতে আরবী ভাষায় অনার্স পড়ার ইচ্ছুকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিদান করা হবে। এ উচ্চতর আরবীতে বিভিন্ন যুগের সাহিত্য থেকে নির্ধারিত অংশ ছাড়াও আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের ও বালাগাত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৬। আরবী ব্যাকরণঃ ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে আরবী ব্যাকরণের কোন আলাদা বই দেয়া হবে না। ঐ শ্রেণীসমূহের পাঠ্য বইয়ে বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণী থেকে নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ বিষয়টি আবশ্যিক রূপে প্রত্যেক শ্রেণীতে পড়ানো হবে।

৭। তরজমাতুল কোরআন ও তাফসীরঃ আমরা মনে করি, পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের অর্থ ও সহজ সরল তাফসীর জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি পবিত্র দায়িত্ব। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা যেন পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে পবিত্র কোরআন মজিদ সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়নের সুযোগ পায় তজ্জন্য ৭ম থেকে নিয়ে ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত শ্রেণীসমূহের প্রত্যেকটিতে পবিত্র কোরআন মজিদের তরজমা/তাফসীর অধ্যয়ন আবশ্যিক করতঃ এর মধ্যে পূর্ণ কোরআন শরীফ পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। অপর পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যভুক্ত সিলেবাস নির্বাচনে সহজ থেকে কঠিনের দিকে অগ্রসর করানোর বিষয়টিও খেয়াল রাখা হয়েছে।

৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে আল কোরআনের ১৬শ থেকে ২০ পারা, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে সূরাতুল বাকারা ও সূরাতু আল ইমরান, সহজ ও তরজমা ও সহজ ভাবার্থ। ১১শ ও ১২শ (ফাজিল) শ্রেণীতে সূরাতুন নিসা থেকে নিয়ে বনী ইসরাঈল পর্যন্ত তাফসীরে জালালাইন বা সম মানের কোন গ্রন্থ এবং ডিগ্রী ১ম ও ২য় বর্ষে (কামিল ১ম ও ২য়) ২১ পারা থেকে ৩০শ পারা পর্যন্ত ছফওয়াতুত তাফসীর পড়ানো যেতে পারে। বর্তমানে কামিল শ্রেণীতে পাঠ্যভুক্ত বায়যাভী ও কাশশাফ গ্রন্থ শুধু তাফসীরের অনার্স কোর্সেই রাখা হবে। বলা বাহুল্য, অনার্সে এদুটো ছাড়াও ফাতহুল কাদীর মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর আল আনার, করতুবী ফী যিলালিল কুরআন ইত্যাদি প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বহু তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর শাস্ত্রীয় ইতিহাস ও উলুমুল কোরআন ইত্যাদির বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ডিগ্রী স্তরের ছাত্রদেরকেও উলুমুল কোরআন বিষয়ে একটি পত্র আবশ্যিক রূপে নিতে হবে।

৮। হাদীসঃ যেহেতু কোরআনের পরেই হাদীসের স্থান তাই পবিত্র কোরআনের মত হাদীস বিষয়টিও ৭ম থেকে নিয়ে ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত সকল স্তরে বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। তবে ৭ম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত হাদীস বিষয়টি কোরআনের সহিত অভিন্ন পত্রে এবং ১১শ থেকে ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত স্বতন্ত্র পত্রে বিন্যস্ত থাকবে। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে ৬০০ হাদীস, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ৯০০ হাদীস, ১১শ ও ১২শ শ্রেণীতে ১০০০ এবং ডিগ্রী স্তরে গিয়ে ২০০০ সর্বমোট ৪৫০০ হাজার হাদীস অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মিশকাতুল-মাছাবীহ অথবা রিয়াদুস ছালেহীন এবং ডিগ্রী স্তরে বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় থেকে নির্বাচিত অংশ পড়ানো হবে। তাছাড়া ১১শ থেকে নিয়ে ডিগ্রী মান পর্যন্ত শ্রেণীসমূহে হাদীসের সাথে উসূলে হাদীও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৯। বাংলাঃ মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার গুরুত্বের দিক বিবেচনা করতঃ ইহা ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত আবশ্যিক করা হয়েছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শুধুমাত্র বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্রদের জন্য বাংলার পরিবর্তে ইংরেজী নেওয়ার অনুমতি থাকবে। যাতে করে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়নকারীদের জন্য ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে অসুবিধা না হয়।

১০। অংক, ফরায়েজ ও গণিত শাস্ত্রঃ প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক বর্ষেই অংক বিষয়টি বাধ্যতামূলক থাকবে। তবে অংকের মধ্যে শুধু পাটিগণিতই আবশ্যিক থাকবে। ৯ম ও দশম শ্রেণীতে আবশ্যিক অংকের সাথে ফরায়েজও অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এ শ্রেণীদ্বয়ে বীজগণিত ও জ্যামিতি হবে ঐচ্ছিক গণিতের অন্তর্ভুক্ত।

১১। ইংরেজী ভাষা ও গ্রামারঃ ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা হলেও এখনও পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা অধ্যয়নের প্রধান অবলম্বন হিসেবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই এ গুরুত্বের বিষয়টি খেয়াল রেখে ইবতেদায়ী তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৮ম পর্যন্ত আবশ্যিক রূপে ইংরেজীকে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া নবম শ্রেণী থেকে ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরেই ঐচ্ছিক হিসেবে ইংরেজী রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইংরেজীর সাথে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইংরেজী ব্যাকরণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১২। উর্দু ভাষা ও ফার্সী ভাষাঃ আমাদের দেশে বর্তমানে উর্দু ও ফার্সী প্রচলন অনেকটা কমে গেলেও এ দু'ভাষায় রচিত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক প্রভূত ভাণ্ডারের সাথে সরাসরি পরিচিত হতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে আবশ্যিক এ দু'টি বা কোন একটি জানতে হবে। তাই ইবতেদায়ী চতুর্থ শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে এবং ৭ম থেকে ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৩। ইসলামের ইতিহাসঃ মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ ইতিহাস জানার চাইতে যেহেতু নবীদের ইতিহাস, নবীজীর (সঃ) জীবন চরিত ও খোলাফায়ে রাশেদার শাসন প্রণালী এবং বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের শাসন পদ্ধতি ও অবদানের ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া অধিকতর প্রয়োজনীয়। তাই ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে নিয়ে এটি অধ্যয়নের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রাখা হবে।

৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আবশ্যিক রূপে নবীদের ইতিহাস, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে মহানবীর (সঃ) জীবন চরিত ও ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ শ্রেণীসমূহে এ বিষয়টি আবশ্যিক, নবম ও দশম শ্রেণীতে এ বিষয়টি ঐচ্ছিক হবে। এ স্তরের সিলেবাসে থাকবে খোলাফায়ে রাশেদা ও উমাইয়া বংশের শাসন আমল, ১১শ ও ১২ শ্রেণীতে থাকবে আব্বাসী যুগের ইতিহাস এবং ওসমানিয়া শাসনামল, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের অবদান। এ স্তরে ইতিহাস বিষয় গ্রহণ করলে তাকে এ বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। ডিগ্রী স্তরে ইতিহাস হবে ৩০০ নম্বরের। এতে নবীজী (সঃ)-এর যুগ থেকে নিয়ে আধুনিক মুসলিম বিশ্ব ও তাদের অবদানসমূহের ইতিহাস অনেকটা বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পড়ানো হবে।

চলবে